Official Spokesperson's response to media queries seeking comments on the statement issued on 19 June by the Chinese Spokesperson on the events in the Galwan valley area

June 20, 2020

গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চলের ঘটনাবলী নিয়ে চীনা মুখপাত্র কর্তৃক 19 জুন প্রকাশিত বিবৃতির বিষয়ে মতামত চেয়ে মিডিয়ার প্রশ্নের জবাবে সরকারী মুখপাত্রের জবাব

জুন 20, 2020

গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চলের ঘটনাবলী নিয়ে চীনা মুখপাত্র কর্তৃক 19 জুন প্রকাশিত বিবৃতির বিষয়ে মতামত চেয়ে মিডিয়ার প্রশ্নের জবাবে সরকারী মুখপাত্র শ্রী অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন,

"গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি)-র ক্ষেত্রে এখন অতিরঞ্জিত ও অসমর্থনযোগ্য দাবি করার জন্য চীনা পক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলি অতীতে চীনের নিজস্ব অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

গলওয়ান উপত্যকাসহ ভারত-চীন সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত ক্ষেত্রে এলএসি-র শ্রেণিকরণের সাথে ভারতীয় সেনারা পুরোপুরি পরিচিত। তারা যেমন অন্যত্র করে থাকেন তেমনই এখানেও তারা এটিকে অবিচ্ছিন্নভাবে মেনে চলেন। ভারতীয় পক্ষ এলএসি জুড়ে কখনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। আসলে তারা কোনও ঘটনা ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। ভারতীয় পক্ষের নির্মিত সমস্ত কাঠামোই স্বাভাবিকভাবেই এলএসি-র নিজস্ব পক্ষেই গঠিত।

2020 সালের মে মাসের শুরু থেকেই, চীনা পক্ষ এই অঞ্চলে ভারতের স্বাভাবিক, ঐতিহ্যবাহী টহল দেওয়ার পদ্ধতিতে বাধা দিয়ে চলেছে। এর ফলে উদ্ভূত মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার বিষয়টি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং প্রোটোকলের বিধান অনুসারে গ্রাউন্ড কমান্ডাররা আলোচনা করেছেন। আমরা ভারত যে একতরফাভাবে স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করেছিল, এই দাবিটি মানি না। বরং আমরাই এটি বজায় রেখে চলেছি।

এরপরে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে, চীনা পক্ষ ভারত-চীন সীমান্ত অঞ্চলের পশ্চিম সেক্টরের অন্যান্য অঞ্চলে এলএসি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছিল। এই প্রয়াসগুলি সম্পর্কে আমাদের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া সহ আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে, এলএসি-তে চীনা কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উভয় পক্ষ প্রতিষ্ঠিত কূটনৈতিক ও সামরিক চ্যানেলের মাধ্যমে আলোচনায় জড়িত ছিল।

সিনিয়র কমান্ডাররা 2020 সালের 6 জুন বৈঠক করেন এবং এলএসি-এর সাথে পারস্পরিক

পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত ডি-এ্যাসকেলেশন এবং ডিসেঙ্গমেন্টের প্রক্রিয়াতে একমত হন। উভয় পক্ষই এলএসি-র সম্মানিত ও মেনে চলতে সম্মত হয়েছিল এবং স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোনও কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। তবে, গলওয়ান উপত্যকা অঞ্চলে এলএসি সম্পর্কিত এই সমঝোতাগুলি থেকে চীনা পক্ষ সরে গেছে এবং এলএসি জুড়ে কাঠামো গঠন করার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টাটি যখন ব্যর্থ হলে, 15 জুন 2020 চীনা সেনারা হিংসাত্মক পদক্ষেপ নেয় যার ফলে সরাসরি হতাহতের ঘটনা ঘটে।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহামান্য শ্রী ওয়াং ই 17 জুন 2020 একটি আলোচনা সভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 15 জুন 2020 তারিখে সংঘটিত হিংসাত্মক সংঘর্ষের ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি চীনা পক্ষ থেকে করা ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং সিনিয়র কমান্ডারদের মধ্যে সমঝোতার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়াকে দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে চীনকে তার পদক্ষেপের পুনর্মূল্যায়ন করা এবং সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উভয় মন্ত্রী এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে সামগ্রিক পরিস্থিতি একটি দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে এবং উভয় পক্ষই 6 জুনের প্রত্যাহার বিষয়ক সমঝোতার আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করবে। উভয় পক্ষ নিয়মিত যোগাযোগে রয়েছেন এবং সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক বৈঠক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আমরা প্রত্যাশা করি যে চীনা পক্ষ, সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে হওয়া সমঝোতাকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করবে, যা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। "

নিউ দিল্লী
জুন 20, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.